দৈনিক সংবাদ

170

তারিখ 08 OCT 1988
পৃষ্ঠা 4 কলাম 4

আমরা মুক্তি চাই

আমরা ফেব্রুয়ারী '৮৮-র ১ম সপ্তাহে ক্লাস শুরু করি। তখনো আমাদের ২য় বর্ষ ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফল বের হয়নি। এর আগে সবসময় ফলাফল বের হবার পর ক্লাস শুরু হতো। তাই এই নতুন নিয়ম ও ফলাফল অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে আমরা অনেকেই পড়ালেখায় তেমন মনোযোগী হতে পারিনি। ফলে ক্লাস যেমন কম হয়েছে পড়াশোনাও তেমন এগোয়নি। রমজানের কিছুদিন আগে মার্চের শেষে ফলাফল বের হলো, রোজায় বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য টেকনিক্যাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ক্লাস হলেও আমাদের ক্লাস বন্ধ ছিল। প্রতিবছর ৩য় বর্ষ ছাত্রদের দেশব্যাপী শিক্ষাসফরের প্রোগ্রাম থাকে। ঈদের পর শিক্ষাসফরের উদ্যোগ আয়োজন শুরু হলো। ফলে ক্লাস চলল। কোন রকম দায়সারাভাবে। বরং ক্লাস হয়নিই বলা চলে। অতঃপর ২৭শে জুন থেকে ক্লাস করা বন্ধ করলাম, এবং ৪ঠা জুলাই থেকে ২৩শে জুলাই পর্যন্ত শিক্ষা সফর করলাম। পেলাম কোরবানীর বন্ধ। ছুটির শেষে কলেজে আসলাম। অনেকেই আসেনি। ক্লাস শুরু না হয়ে কলেজে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির কারণে ৩রা আগষ্ট বিকেলে কলেজ বন্ধ ঘোষণা ও ২ ঘন্টার নোটিশে হোষ্টেল ত্যাগের নির্দেশ পেলাম।

অবশেষে শিক্ষার পরিবেশ ফিরে পেলাম। ২৯শে আগষ্ট হল খুলল। নোটিশ হলো ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ক্লাস হবে। কিন্তু বন্যার কারণে আবার কলেজ ক্লাস বন্ধ হলো। কলেজ হলো বন্যার্তদের আশ্রয় শিবির, দ্বিতীয় জেনেভা ক্যাম্প। ক্লাস শুরু হবার অষ্টম মাস চলছে। অথচ সিলেবাসের এ সামান্য অংশই পড়ানো হয়েছে। আমরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের অধিভুক্ত। ওদের হঠাৎ বন্ধ হয়নি কিংবা বিদ্যালয় ক্যাম্পাস আশ্রয় শিবিরেও পরিণত হয়নি। তাই ওরা ক্লাস করে এগিয়ে আছে। ওদের সিলেবাস সমাপ্তির দিকে। আমাদের সিলেবাস শেষ হোক বা না হোক ওদের সাথে একই তারিখে পরীক্ষায় (৩য় বর্ষ ফাইনাল) অংশগ্রহণ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা ১৯৮৩তে এইচ,এস,সি পাস করে ১৯৮৪-র

(২-এর পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

জুলাইতে এখানে ১ম বর্ষের ক্লাস শুরু করি। চার বছর অতিক্রান্ত হবার পরও আমরা ৩য় বর্ষের ছাত্র। আমাদের প্রাক্তন সহপাঠীরা কেউ মেডিক্যালে চতুর্থ বর্ষে, কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং (বিআইটি) পাস করেছে, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢা,বি,) অনার্স পরীক্ষা দিচ্ছে বা শিগগিরই দিবে। কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় অন্যান্য সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় সবচেয়ে বেশী সেশন জটে পিছিয়ে রয়েছে। আজ আমাদের অভিভাবক আত্মীয়স্বজনদের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করে, আমাদের বেলার এই যে অহেতুক অপচয় এ ক্ষতিপূরণ কে দেবে? এই ছাত্রজীবনকে আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমাদের এ অবস্থা থেকে মুক্তি দিন।

মোঃ ওয়াহিদুজ্জামান
৩য় বর্ষ, বিএসসি এজি (সম্মান)
২০২, শেরে বাংলা হল,
বাংলাদেশ কৃষি কলেজ, ঢাকা।